দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদে প্রতিবন্ধীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদে ২০০ জন প্রতিবন্ধীদের যাচাই-বাছাই করা হয়। যাচাই-বাছাই শেষে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার তোফাজ্জল হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী উপস্থিত থেকে প্রতিবন্ধীদের মাঝে বনজ ফলজ গাছের চারা বিতরণ করেন।

আজ বেলা ১১টার দিকে এই বনজ ফলজ গাছের চারা বিতরণ করা হয়। জানাযায় দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের অধীনে ২০০ জন প্রতিবন্ধীকে যাচাই-বাছাই করে ১৭৭ জনকে প্রতিবন্ধী হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।

২০২২ ২৩ অর্থ বছরের এলজিএসপি প্রকল্পের বরাদ্দ হইতে বাছাইকৃত ১৭৭ জন প্রতিবন্ধীদের মাঝে বনজ ফলজ গাছে চারা বিতরণ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সদর ইউনিয়ন পরিষদের সচিব শামীম রেজা, সদর ইউপি সদস্য শামসুল হক, হাসান আলী, কামরুল ইসলাম, নুরুল ইসলাম, মতিয়ার সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক, ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মাদক মামলায় মেহেরপুর শহরের রাকিব গ্রেফতার

মাদক মামলার পলাতক আসামি হাসানুজ্জামান ওরফে রাকিব ((২৫) কে গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।
হাসানুজ্জামান মেহেরপুর শহরের বোষপাড়া এলাকার আব্দুল জলিলের ছেলে।

গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে বোষপাড়া এলাকায় গোপন সংবাদে অভিযান

চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আলামিন হোসেন সঙ্গীস্ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন। তার বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে সদর থানায় একটি মামলা রয়েছে। মামলা নং ৪, তারিখ ২/১১/২২ ইং।

গ্রেফতারকৃত হাসানুজ্জামান ওরফে রাকিবকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছ।

গাংনীতে ট্রাক ও মোটরসাইকেল সংঘর্ষে আহত ২

গাংনীর চৌগাছা কড়ইতলা নামক স্থানে ট্রাক ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই মোটরসাইকেল আরোহী মারাত্মক আহত হয়েছেন। আজ দুপুর সোয়া দুইটার দিকে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে।

আহতরা হচ্ছেন- এ উপজেলার গোপালনগর গ্রামের হাফিজুর রহমানের ছেলে রাইহান(১৪) ও গাংনী র্যাব ক্যাম্প পাড়ার খোরশেদ আলীর ছেলে রুবাইত আদনান মাহিন(১৩)। এদের মধ্যে রাইহানের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে। এসময় একটি পালসার মোটর সাইকেল ট্রাকের নিচে পড়ে দুমড়ে মুচড়ে গেছে।

আহত রুবাইত আদনান মাহিন জানান, তারা চার বন্ধু দুটি মোটরসাইকেল যোগে ভাটপাড়া ইকোপার্কে যাচ্ছিলেন। কড়ইতলা নামক স্থানে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক (যার নং- বগুড়া ট- ১১-২১৬২) তাদের সামনা সামনি ধাক্কা দেয়।

এসময় রাস্তার উপর ছিটকে পড়েন রাইহান ও রুবাইত আদনান মাহিন। ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে চুর্ণ বিচুর্ণ হয়ে যায় তাদের ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটি। স্থানীয়রা আহতদেরকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রেরণ করেন। এদের মধ্যে রাইহানের অবস্থা

আশংকাজনক হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

কর্তব্যরত চিকিৎসক আদিলা আজহার আরশী জানান, রাইহানের মুখ ও মাথার ডানদিকে এবং ডান চোখের পাশে ক্ষত হয়েছে। তাছাড়া ডান পায়ের গোড়ালী ভেঙ্গে যাওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া প্রেরণ করা হয়।

স্থানীয়রা জানান, দুর্ঘটনায় কবলিত ট্রাকটির মালিক সাহারবাটি গ্রামের মাসুম। ট্রাকটি স্থানীয় লোকজন আটক করলেও চালক ও তার সহকারী পালিয়ে যায়।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হচ্ছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

দামুড়হুদা স্কুল, মাদ্রাসা ও ক্লাবের সদস্যদের মাঝে খেলার সামগ্রী বিতরণ

দামুড়হুদা ইউনিয়ন পরিষদের ২০২২-২৩ অর্থবছরের এলজি এসপি তিন প্রকল্পের বরাদ্দ হইতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্লাবের খেলার সামগ্রী বিতরণ করেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে সদর ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে এই খেলার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

জানা গেছে, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের ২০২২-২৩ অর্থবছরের এল জি এস পি প্রকল্পের বরাদ্দ হইতে কেশবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পুরাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কুশাঘাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উজিরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ফকির পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দামুড়হুদা দশমী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দামুড়হুদা সরকারী মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয় দেউলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, দামড়হুদা পাইলট হাই স্কুল,

মিত্তাহুল কুরআন হাফিজিয়া মাদ্রাসা, নুরানী হাফিজিয়া মাদ্রাসা, কেশবপুর উজ্জ্বল ক্লাব ও খা-পাড়া স্টার ক্লাবের সদস্যদের মাঝে ফুটবল, ক্রিকেট খেলার ব্যাড ও জার্সি বিতরণ করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সদর ইউনিয়ন পরিষদের সচিব শামীম রেজা, সদর ইউপি সদস্য শামসুল হক, হাসান আলী, কামরুল ইসলাম, নুরুল ইসলাম, মতিয়ার সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক, ক্লাবের সদস্য ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

গাংনীতে বিজিবির ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

গাংনীর কাথুলী সীমান্ত এলকায় দুস্থ অসহায় মানুষকে বিনামুল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান ও ওষুধ বিতরণ করেছে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের ৪৭ বিজিবি।

বৃহস্পতিবার বিকেলে গাংনীর কাথুলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প এর মাধ্যমে এলাকার দেড়শতাধিক বিভিন্ন বয়সের মানুষকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। একই সাথে বিনামুল্যে ওষুধ বিতরণ করা হয়।

কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের ৪৭ বিজিবি’র নিজস্ব ব্যবস্থপানায় ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পে চিকিৎসা প্রদান করেন চুয়াডাঙ্গা বর্ডার গার্ড হাসপাতালের চিকিৎসক গাইনোলজিষ্ট মেজর ফারহানা ইয়াসমিন (ডিজিও) এসময় কুষ্টিয়া বিজিবি’র সহকারি প্ররিচালক মতিউর রহমান,কাথুলী বিজিবি ক্যম্পানী কমান্ডার নায়েক সুবেদার সাইফুল ইসলাম, নায়েক ওয়াসিফুর রহমানসহ বিজিবির সদস্যবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়া বেটালিয়ন ৪৭ বিজিবি’র সীমান্ত অঞ্চলে ২১ টি বিজিবি ক্যাম্প রয়েছে। উক্ত সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন এলাকায় ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প করে চিকিৎসা সেবা অব্যাহত রেখেছেন বিজিবি। বিনামুল্যে চিকিৎসা সেবা ও ওষুধ পেয়ে সন্তোষ্টি প্রকাশ করেছেন সীমান্ত অঞ্চলের উপকারভোগীরা।

জীবননগরে মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

জীবননগর উপজেলার আইনশৃঙ্খলা, চোরাচালান প্রতিরোধ এবং সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১০টায় জীবননগর উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত) ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) তিথি মিত্র।
সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. হাফিজুর রহমান।

সভায় উপস্থিত থেকে বক্তব্য দেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম ইসা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েশা সুলতানা লাকী, সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিল্টন মোল্লা, বাঁকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের প্রধান, উথলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ, জীবননগর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) স্বপন কুমার, সাংবাদিক জাহিদ বাবু, মিথুন মাহমুদ প্রমুখ।

মেহেরপুরে আরো ৯ মাদক সেবির শরীরে মাদকের উপস্থিতি

মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন এলাকায় পুলিশের মাদক বিরোধী যৌথ অভিযানে ৯ মাদক সেবক ও ত্রয় বিক্রয়ে সহায়তাকারিকে গ্রেফতার করে ডোপ টেষ্ট শেষে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

এরা হলেন মেহেরপুর শহরের উত্তর স্টেডিয়ামপাড়া এলাকার সোহরাব হোসেনের ছেলে রাজীব শেখ (৩৫) ও সাইফুল ইসলাম (৪০), বোশপাড়া

এলাকার মৃত শাহাদৎ হোসেনের ছেলে আনোয়ার হোসেন ওরফে সোহাগ (২৫), পুরাতন বাসস্ট্যান্ডপাড়া এলাকার মৃত বাবুর আলীর ছেলে শাকিল (২০), উত্তর ফৌজদারী পাড়া এলাকার আক্কাছ আলীর ছেলে বাহাদুর (৩৮), বামনপাড়া এলাকার মৃতু মধু খাঁ’র ছেলে আব্দুল গফুর খাঁ (৪০), মাঠপাড়া এলাকার ইলিয়াছ হোসেনের ছেলে লিখন (২৪), মুখার্জিপাড়া এলাকার করিম মন্ডলের ছেলে মো: আলেক (৪৫), হঠাৎপাড়া এলাকার রবিউল ইসলামের ছেলে উজ্জল (২৪)।

গতকাল বুধবার (১৬ নভেম্বর) সকাল ৮ টা থেকে বেলা সাড়ে ১১ টা পর্যন্ত মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামিদের গ্রেফতার করা হয়। পরে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে প্যাথলোজি বিভাগে তাদের ডোপ টেষ্ট করা হয়। হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ড. জমির মোহাম্মদ হাসিবুস সাত্তারের তত্বাবধানে এসব আসামিদের ডোপ টেষ্ট করে সকলের শরীরেই মাদকের উপস্থিতি পান তিনি।

মামলার আইও মেহেরপুর শহর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) সোহরাব হোসেন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তত্বাবধায়ক ডা. জমির মোহাম্মদ হাসিবুস সাত্তার বলেন, ৯ জনের শরীরেই গাঁজা ফেনসিডিলসহ অন্যান্য মাদকের উপস্থিতি পাওয়া গেছে।

মামলার আইও এসআই সোহরাব হোসেন বলেন, মাদক সেবন ও ক্রয় বিক্রয় বেড়ে যাওয়ায় পুলিশ বিভাগের পক্ষ থেকে মাদক নির্মূলে বিশেষ অভিযান শুরু হয়েছে। এই অভিযানে অংশ হিসেবে শহরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করা হয়। অভিযানের শুরুতে উত্তর স্টেডিয়াম পাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে রাজীব শেখ ও তার ভাই সাইফুলকে আটক করা হয়।

আটকের পর তারা জানান, বামনপাড়া এলাকার আতিয়ার রহমানের ছেলে শাওনের কাছ থেকে মাদকদ্রব্য কিনে ৮/৯ জন এক সাথে সেবন করি। তাদের স্বীকারোক্তি মোতাবেক নাম ঠিকানা পেয়ে বাকী ৭ আসামিকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পর হাসপাতালে নিলে ডোপ টেষ্টের মাধ্যমে তারা মাদক সেবি হিসেবে চিহিৃত হয়। পরে ২০১৮ সালের মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) সারণীর ১৬/২৫ ৪১ ধারাসহ বিভিন্ন ধারায় মামলা দেওয়া হয়েছে।

আটক এসব ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মাদকের অভিযোগে সদর খানায় একাধিক মামলা রয়েছে বলে পুলিশ নিশ্চিত করেছে। গতকাল বুধবার (১৬

নভেম্বর) সন্ধ্যারর দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে

দর্শনায় মতবিনিময় সভা

দেশের বেকারত্বের অভিষাপ থেকে মুক্ত করতে সরকারের পাশাপশি বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে তরণ-তরুণীদের হাতকে কর্মীর হাতে পরিনত করতে দর্শনা ৩ মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

গতকাল বুধবার থেকে মোবাইল সার্ভিসিং ও ফ্যাশন গার্মেন্টস এর উপর ওয়েভ ট্রেড ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষনের উদ্বোধন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সহকারী পরিচালক কিতাব আলী।

এ প্রশিক্ষনে ২৫ জন তরুণ ও ২৫জন তরণী অংশ নিচ্ছেন। বিগত ২০১৬ সাল থেকে ১ হাজার ৫০০ জন তরণ-তরুনীকে ওয়েভ ফাউন্ডেশন থেকে প্রশিক্ষন গ্রহন করে ১হাজার ১৫০ জন তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে বলে অধ্যক্ষ আব্দুস সালাম। এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি আওয়াল হোসেন, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সিনিয়ার সমন্বয়কারী কামরুজ্জামান কামাল, উপ-সমন্বয়কারী নজরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানপরিচালনা করেন সোহানুর রহমান সোহান।

কুষ্টিয়ায় নবান্ন উৎসব ও কৃষক সমাবেশে

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব কৃষিবিদ সায়েদুল ইসলাম বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কৃষিতে বিপ্লব এনেছেন, সব রকমের সহযোগিতা দিয়ে সবসময় কৃষকের পাশে থেকেছেন। তার লক্ষ্য শুধু

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনই নয়, বরং কৃষির উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষকের জীবনমানকে উন্নত করা; গ্রামকে শহরে রূপান্তর করা।

বুধবার বিকেলে কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার জুংগলী গ্রামে ব্রি-ধান ৭৫ ও ব্রি-ধান ৮৭ এর নমুনা শস্য কর্তন এবং নবান্ন উৎসব ও কৃষক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

সচিব বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত সরকারের কৃষিবান্ধব নীতির ফলে দেশে কৃষি উন্নয়নে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। সরকারের এখন লক্ষ্য হলো এই অর্জনকে টেকসই করার পাশাপাশি সকলের জন্য পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা দেওয়া।

কৃষি উন্নয়নে যে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জিত হয়েছে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সবচেয়ে বড় অর্জন হচ্ছে প্রতিকূল ও অপ্রতিকূল পরিবেশ উপযোগী উচ্চ ফলনশীল আধুনিক ধানের জাত উদ্ভাবন। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এই পর্যন্ত ১০৮টি (১০১টি ইনব্রিড ও ৭টি হাইব্রিড) উচ্চ ফলনশীল আধুনিক ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। অজৈব ঘাত সহনশীল যেমন লবণাক্ততা, বন্যা, খরা, শৈত্যপ্রবাহ ইত্যাদি সহনশীল ধানের জাত উদ্ভাবনে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। পাশাপাশি জনসংখ্যা বৃদ্ধি, চাষযোগ্য জমি হ্রাসসহ নানা কারণে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ধরে রাখা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে চলেছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো: শাহজাহান কবীর এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটের মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবীদ মো: বেনজীর আলম।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়ার সহযোগীতায় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট আঞ্চলিক কার্যালয় কুষ্টিয়া এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক ড. হায়াত মাহমুদ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট আঞ্চলিক কার্যালয় কুষ্টিয়ার ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান মো: মাহবুবুর রহমান দেওয়ান, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট আঞ্চলিক কার্যালয় কুষ্টিয়ার বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
মো: ইফতেখার উদ্দিন, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা খ. দিল আফরোজ,

কুমারখালী উপজেলা কৃষি অফিসার দেবাশীষ বিশ্বাস, কৃষক খসরুজ্জামানসহ।

পরে কৃষকদের মাঝে বিনামুল্যে গম বীজ, রাসায়নিক সার ও ৫জন কৃষকের মাঝে পাওয়ারটিলার ও দুইজন কৃষকের মাঝে ড্রাম সিডার বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুরে আজ থেকে তিনদিন ব্যাপি আঞ্চলিক ইজতেমা শুরু

মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠে আজ বৃহস্পতিবার (১৭ নভেম্বর) তিন দিনব্যাপী তাবলিগ জামাতের আঞ্চলিক ইজতেমা শুরু হয়েছে।

তাবলীগ জামাতের এই ইজতেমাতে পার্শ্ববর্তি চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও যশোর থেকেও মুসল্লিরা অংশ নিয়েছেন।
তাবলীগ জামাতের এই আঞ্চলিক এজতেমায় এবার ভারতের দিল্লীর মার্কাজ মসজিদ থেকে ওসামা লস্করের নেতৃত্বে ১০ ও মালেশিয়া থেকে মোহাম্মদ আনাস বিন হামিদুনের নেতৃত্বে ৭ জন মেহমান যোগ দিয়েছেন।

নোয়াখালির লক্ষিপুর থেকে আসা আক্তারুজ্জামান বলেন, আল্লার নৈকট্য অর্জনের জন্যই আমরা এখানে জড়ো হয়েছি। মেহেরপুরের ইজতেমায় যোগ দিতে নোয়াখালি থেকে আমরা এসেছি ১৪ জন মুসল্লি।

ইজতেমায় ঢাকা মিরপুর এলাকা থেকে এসেছেন ৮ জন। মিরপুরের শাহিনুজ্জামান বলেন, আমরা ঢাকার আল মার্কাজ মসজিদ থেকে ৪০ দিনের চিল্লায় এসেছি। এখানে থাকবো তিন দিন। এর পর আল্লার দিনকে তার জমিনে ছড়িয়ে দিতে আবারও চলে যাবো অন্য কোনো খানে।

মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠে তিন দিনব্যাপী ইজতেমায় জোহরের নামাজের পর আম বয়ান শুরু করে তাবলিগ জামাতের আলেমগণ। বিশাল খোলা মাঠে সামিয়ানার নিচে দূর-দূরান্ত থেকে আসা ধর্মপ্রাণ মুসল্লি অবস্থান নিয়েছেন।

বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা, মুসল্লিদের জন্য শৌচাগার, পানির পাম্প ও ট্যাংক স্থাপন করে গোসলখানা বানানো হয়েছে। মাঠে

রাতে আলোর জন্য বিপুল পরিমাণ বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবস্থা রয়েছে।

মেহেরপুর জেলাসহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে ইতিমধ্যে প্রায় কয়েক হাজার ধর্মপ্রান মানুষ ইতোমধ্যে মাঠে সমবেত হয়েছেন। এবারে এই আঞ্চলিক ইজতেমায় মুসল্লির সংখ্যা ১০ হাজারে পৌঁছাতে পারে বলে আশা করছেন আয়োজকেরা।

ইজতেমা প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক শরিফুল ইসলাম জানান, ইজতেমায় মেহেরপুর সহ আশেপাশের ৩/৪ টি জেলার মুসল্লিরা অংশ নিচ্ছেন। এবার ৫/১০ হাজার মুসল্লি ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করছেন আয়োজক কমিটি। আগামী শনিবার দুপুরে ইজতেমার শেষ দিনে বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে ইজতেমা শেষ হবে।

এদিকে মেহেরপুরে ইজতেমাকে ঘিরে পুলিশের পক্ষ থেকে একটি উপনিয়ন্ত্রণ রুম স্থাপন করা হয়েছে। পুরো এলাকা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবীরা নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তুলেছেন।

র্যাব, পুলিশ, ফায়ার সার্ভিসের সদস্যসহ সাদা পোশাকে তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ বিভাগ।